‘ব্যাটল অব মাইন্ডস’: বিএটিবি’র কূটকৌশল

প্রগতির জন্য জ্ঞান

PROGGA Knowledge for Progress

বাসা- ০৬ (৪র্থ তলা), মেইন রোড- ০৩, ব্লক- এ, মিরপুর- ১১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল- ০১৭২৯০৯৬১০৫, টেলিফোন- ৯০০৫৫৫৩

ইমেইল- progga.bd@gmail.com; ওয়েব- www.progga.org

নভেম্বর ২০১৭

ব্যাটল অব মাইন্ডস কি?

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কর্তৃক পরিচালিত 'ব্যাটল অব মাইন্ডস' তরুণ প্রজন্মকে তামাক কোম্পানির ফাঁদে ফেলা এবং নীতি-প্রণেতাদের প্রভাবিত করার একটি অন্যতম কূটকৌশল। রিক্রুটমেন্ট প্লাটফর্ম বলা হলেও, কার্যত এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ীদের চাকুরির নিয়োগ দেওয়ার পরিবর্তে কেবল চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিএটিবির নিয়োগ পরীক্ষায় সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। 'ব্যাটল অব মাইন্ডস' প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শেষ পর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চাকুরির প্রতিযোগিতার নামে 'ব্যাটল অব মাইন্ডস' আয়োজন করে আসছে।

ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতার পদ্ধতি:

ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতাটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রথমত, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন প্রকাশ করে বিএটিবি (যেমনঃ বিডি জবস, লিংকডিন, বিএটির ওয়েবসাইট ইত্যাদি)। প্রতিযোগীদের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আবেদনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। **দ্বিতীয়ত**, বিএটিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য এবং বিএটিবি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেমিনারের আয়োজন করে। যাকে তারা রোডশো নামে অভিহিত করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিগোচরের উদ্দেশ্যে রোডশোর আগে বিএটিবি সারা ক্যাম্পাসে পোস্টার, বড় বড় ব্যানার তৈরি করে থাকে। **তৃতীয়ত**, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ভিত্তিক ভাগ করা হয় (যেমন: আইবিএ'র ৪ থেকে ৫ জনকে নিয়ে একটি গ্রুপ)। প্রতিটি গ্রুপকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়। **সর্বশেষ**, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিবর্গের (নীতিনির্ধারক, জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ আমলা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ) উপস্থিতিতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

'ব্যাটল অব মাইন্ডস' প্রতিযোগিতা নয়, প্রচারণাই উদ্দেশ্য:

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান প্রলোভনের নামে প্রধানত প্রচার-প্রচারণা চালানই বিএটিবি'র ব্যাটল অব মাইন্ডস আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য। ২০03 সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি'তে স্বাক্ষর করার পর থেকে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয় এবং ২005 সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী গণমাধ্যমসহ প্রচলিত সকল মাধ্যমে তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং বিজনেস টার্গেট গ্রুপ হিসেবে দেশের তরুণ প্রজন্মের সামনে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রচার-প্রচারণা এক বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ধারণা করা হয়, এই পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশল হিসেবে তরুণদের মাঝে নিজেদের উপস্থিতি বজায় রাখতে বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকেই 'ব্যাটল অব মাইন্ডস' প্রতিযোগিতা আয়োজন শুরু করে। বিএটিবি গত ১৩ বছরে (২০০৪-২০১৬) চাকুরি প্রদানের অজুহাতে ১৫ হাজারের অধিক তরুণকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে মাত্র ১০০ বা এর কিছু বেশি অংশগ্রহণকারীকে চাকুরি দিয়েছে।[*১] অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো, পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠান আয়োজন, ব্যানার-ফেস্টুন লাগানো, ভ্রমণ, বিনোদন, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রচারণামূলক কাজে এসময়ে ব্যয় করেছে কোটি কোটি টাকা। কথিত মেধা যাচাইয়ের নামে তারুণ্যকে ক্রমশ মৃত্যুবিপণন ফাঁদে আটকে ফেলছে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি বিএটিবি। চাকুরির নিয়োগ প্রদানের অজুহাতে বিএটিবির এই বিপুল কর্মযজ্ঞ মূলত কোম্পানির প্রচার-প্রচরণার এক কূটকৌশল। সরকারি কিংবা বেসরকারি যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির নিয়োগ প্রদান একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কর্মসংস্থানের নামে এমন প্রচারণামূলক ব্যয়বহুল কার্যক্রম কোথাও দেখা যায়না। দু'একটি বহুজাতিক কোম্পানি এধরনের ক্যাম্পাসভিত্তিক প্রতিযেগিতা পরিচালনা করে। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব-নামেই এই ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে। এর অন্যতম কারণ কোম্পানির ব্রান্ড ইমেজ তুলে ধরা, যা একইসাথে কোম্পানির প্রচারণার কাজেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'ব্যাটল অব মাইন্ডস' আয়োজনের মাধ্যমে বিএটিবি একাধারে যেমন কোম্পানির প্রচারণার কাজ করছে, তেমনি স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সর্বমহলে ইতিবাচক ইমেজ তৈরির পাশাপাশি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি প্রণেতাদের (মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, আমলা) কৌশলে এই আয়োজনে সম্পৃক্ত করছে। ফলে নিজেদের মৃত্যুবিপণন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পাশাপশি তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যেকোন ভবিষ্যত উদ্যোগ, করব্যবস্থা বা নীতি গ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে বিএটিবি

** বিএটিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, ব্যাটল অব মাইন্ডস আয়োজন নিয়ে প্রকাশিত ভিডিও এবং গণমাধ্যমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে হিসাবকৃত।*

এই নীতিনির্ধারক মহলের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। অথচ দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তামাক কোম্পানি কর্তৃক এধরনের প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা আইনত নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনঃ

বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫.১(গ) ধারায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা এর ব্যবহার উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে, কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (Sponsor) বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের ৫.৩ ধারা অনুযায়ী, কোন তামাক কোম্পানির নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান বলবৎ আছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার
(নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫
(২০১৩ সালের সংশোধনীসহ)

৮৫। **তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান।** – (১) কোনো ব্যক্তি-

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান, বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামান্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

ব্যাখ্যা- উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর (Corporate Social Responsibility) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকাণ্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবে না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪

বিএটিবি'র এম ডি আই বি এ অডিটোরিয়ামে শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে অগ্রাহ্য করে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪ সালেও ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন প্রকাশ করে। চাকুরি খোঁজার ওয়েবসাইট bdjobs.com আবেদন প্রকাশের পাশাপাশি বিএটিবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে ''Are you next in the Legacy of Leaders? শিরোনামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো শুরু করে। বিভিন্ন পোস্টার ব্যানাওে সজ্জিত রোডশোগুলোতে মূলত কোম্পানির প্রচার প্রচারণা চলতে থাকে।

বিএটি'র লোগো সম্বলিত ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪ এর পোস্টারের সাথে অংশগ্রহণকারীদের ছবি, জর্জেস ক্যাফে রেষ্টুরেন্ট।

বিএটিবি'র 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' আয়োজনের শুরু থেকেই এটি বন্ধের দাবিতে প্রজ্ঞা'র *টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি* টিম ইমেইল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালিয়েছে। গণমাধ্যমেও এবিষয়ে কিছু খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিএটিবি'র বেআইনি প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' বন্ধ করা হোক

সম্প্রতি বহুজাতিক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪'প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। এবছরের স্লোগান, "Are you next in the Legacy of Leaders?"। ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কাজও শুরু হয়ে গেছে যা অক্টোবরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের এই http://batb.bdjobs.com/bom2014 ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের টুইটার ও লিঙ্কডইন একাউন্টের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার জন্য বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিএটিবি কর্মসংস্থানের নামে বিগত ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশে এই মৃত্যু বিপণন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। দেশে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে, বিএটিবি এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষায় এটি এখনই বন্ধ করা হোক।

বন্ধ করা হোক বিএটিবি'র 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' গ্র্যান্ড ফিনালে

দেশের শীর্ষ ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর অবৈধ প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' এর গ্র্যান্ড ফিনালে আগামী সোমবার, ৮ ডিসেম্বর, ঢাকার হোটেল রেডিসনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গোপন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে গত কয়েক মাস দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গিয়ে রোডশো করেছে বিএটিবি। অথচ, দেশে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে তামাক কোম্পানি এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে পারে না। তরুণ প্রজন্ম রক্ষার্থে এধরনের অবৈধ অনুষ্ঠান অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় বিএটিবি। এ বছরে তাদেও স্লোগান, 'আর ইউ নেক্সট ইন দ্যা লিগ্যাসি অব লিডার্স?' প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রাথমিকভাবে ১৫ অক্টোবর থাকলেও পরবর্তীতে তা ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বিএটিবি কর্মসংস্থানের নামে ২০০৪ সাল থেকে দেশে এই মৃত্যু বিপণন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে।

প্রজ্ঞা'র মাসিক ই-নিউজলেটারের মাধ্যমেও এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের খবরাখবর সকলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর পাঠক রয়েছে।

Tobacco Industry Watch BD

E-newsletter: October 2014

মৃত্যু বিপণন-২

বিএটিবি'র মৃত্যুবিপণন ফাঁদে তারুণ্য

তারুণ্যের অদম্য উচ্ছ্বাস আর কৌতূহলকে পুঁজি করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) একের পর এক জীবনঘাতী উৎসবের ... বিস্তারিত

Death Marketing-2

Youths entrapped on BATB deathtrap

Based on the incredible vigor and curiosity of the youths, British American Tobacco Bangladesh (BATB) is continuously .... Detail

মৃত্যু বিপণন-২

হয়ে গেলো বিএটিবি'র "ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৪" গ্র্যান্ড ফিনালে

দেশের শীর্ষ ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর অবৈধ প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৪' এর গ্র্যান্ড ফিনালে ... বিস্তারিত

Death Marketing-2

'Battle of Minds 2014' Grand Finale held

Battle of Minds 2014 - the illegal employment competition of the British American Tobacco Bangladesh (BATB) has been held in capital's Radisson Blu Water Garden hotel on December 08 2014 where pupils of .... Detail

http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/newsletter/detail/35 *http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/newsletter/detail/37*

তবে সবকিছু অগ্রাহ্য করে ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলে 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কামরুল হাসান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফায়েকুজ্জামান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী।

'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৪' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার-প্রচারণার সুযোগ না থাকায় সুকৌশলে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিভিন্ন খবরাখবর প্রকাশের মাধ্যমে বিএটিবি গণমাধ্যমে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পুরো সময় ধরেই গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবরাখবর ছিল চোখে পড়ার মত।

ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৫

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে অগ্রাহ্য করে বিএটিবি ২০১৫ সালে ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিডি জবস, টুইটার ও লিংকডইন সহ বিএটির ক্যারিয়ার ফেসবুক পেজে আবেদন প্রকাশ করে। এবছর থেকেই বিএটিবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করে। সেই সাথে চলতে থাকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশোর আয়োজন। এছাড়াও ২০১৪ সালের ব্যাটল অব মাইন্ডস এর উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে ইউটিবে ভিডিও আপলোড করা হয়। ভিডিওতে বেশ কয়েকবার বিএটিবির লোগো ব্যবহার করতে দেখা যায়। ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৫ বন্ধ এবং এই অবৈধ ভিডিও প্রচারের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞার *টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি* টিম ফেসবুকসহ অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালায় এবং নিয়মিত এলার্ট প্রদান করতে থাকে। যার প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমেও বিষয়টি উঠে আসে এবং বিএটিবি কর্তৃপক্ষ ইউটিউব থেকে ভিডিওটি মুছে ফেলতে বাধ্য হয়। এছাড়াও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ফাঁকি দিতে বিএটিবি এবছর থেকে ব্যাটল অব মাইন্ডস এর সকল কার্যক্রমে লোগো ব্যবহার বন্ধ করে।

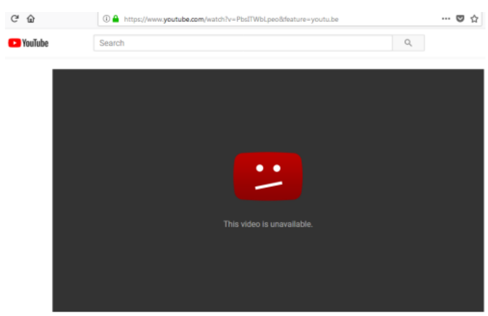

BATB violates TC Law with Battle of Minds promo in YouTube

As you know the registration for BATB's 'Battle of Minds 2015' is ongoing via social networking sites, they uploaded a video promo of last year's Battle of Minds few months back in YouTube aiming to attract youths to register this time. However, according to the section 5.1(E) of the existing tobacco control law, such kind of internet promotion is completely prohibited. Moreover, BATB cannot organize or sponsor such kinds of competition by the law of section 5.1 (C). A united effort is required to stop such promotion of this upcoming death marketing competition

অন্যদিকে তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহ বিএটিবি'র অবৈধ প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৫' এর গ্রান্ড ফিনালে বন্ধের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী তামাকবিরোধী

সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করে তামাক কোম্পানির এধরনের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির খবর প্রকাশিত হয়।

তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের মানববন্ধন, জাতীয় প্রেসক্লাব, ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রজ্ঞা'র মাসিক ই-নিউজলেটারের মাধ্যমেও এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের খবরাখবর সকলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মৃত্যু বিপণন-২

বিএটিবি'র ইউটিউবে ব্যাটল অব মাইন্ড প্রমোশনের মাধ্যমে তামাক আইন লংঘন

বিএটিবি'র "ব্যাটেল অব মাইন্ড ২০১৫" নামে পরিচিত প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে চলছে।গত বছরের ব্যাটেল ... বিস্তারিত

Death Marketing-2

BATB violates TC Law with Battle of Minds promo in YouTube

As you know the registration for BATB's 'Battle of Minds 2015' (BOM 2015) is ongoing via social networking sites, they uploaded a video promo of last year's Battle of Minds .... Detail

Death Marketing Around

Illegal smokeless tobacco factory threatens public health and environment

BOM posters at Bangladesh University of Professionals violate TC law 5.1 (C).

http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/newsletter/detail/49

তামাকবিরোধীদের অব্যাহত প্রতিবাদের মুখেই ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলে বিএটিবি'র অবৈধ প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৫' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিল্প

মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ, ঢাকা ট্রিবিউনের সম্পাদক জাফর সোবহান, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। উল্লেখ্য, এবছরের অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি গণমাধ্যম এবং ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দকেও এই অবৈধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

'ব্যাটেল অব মাইন্ডস ২০১৫' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গণমাধ্যমে গণমাধ্যমে এ সংক্রান্ত খবরাখবর ছিল চোখে পড়ার মত।

What's Next for Battle of Minds Champs?

TAILORING TOWARDS EMINENCE

Battle of Minds 2015 by British American Tobacco Bangladesh

'ব্যাটেল অব মাইন্ডস ২০১৫'-এর চ্যাম্পিয়ন আইবিএ

অর্থ শিল্প ডেস্ক : ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আয়োজিত 'ব্যাটেল অব মাইন্ডস ২০১৫'-এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) দল 'ভ্যান গো'। প্রথম রানার আপ হয়েছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) দল 'ডেজার্ট ফক্স' এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) অপর একটি দল 'দাবম'।

সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ী দলগুলোর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেহ্জাদ মুনিম; মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস মেম্বার ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি); জালাল আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস মেম্বার ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি); সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, প্রেসিডেন্ট, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং জাফর সোবহান, সম্পাদক, ঢাকা ট্রিবিউন। বিএটিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেহ্জাদ মুনিম বলেন, 'আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১২ বছর ধরে আমরা এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছি।

IBA wins 'Battle of Minds 2015' award

STAFF REPORTER

The team 'Van Gogh' of Institute of Business Administration (IBA) of Dhaka University has bagged the first prize of Battle of Minds 2015, says a press release.

The annual competition is a prestigious event of British American Tobacco Bangladesh for the recruitment of talented human resources in the industries. 'Desert Fox' from Islamic University of Technology (IUT) became the first runner up while IBA, University of Dhaka's another team `Dabom!' bagged the second runner up award.

BATB Managing Director, Shehzad Munim and board of directors' members Mosharraf Hossain Bhuiyan, Secretary, Ministry of Industries, Jalal Ahmed, Additional Secretary, Ministry of Finance, Syed Nasim Manzur, President, Metropolitan Chamber of Commerce and Industries (MCCI), Zafar Sobhan, Editor, Dhaka Tribune presented the crests to winning teams in a programme held at hotel in the capital yesterday.

ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৬

২০১৬ সালে ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন বিএটিবি তাদের ওয়েবসাইট এবং লিংকডইন এ প্রকাশ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে পোস্টারিং এর মধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় ব্যাটল অব মাইন্ডস প্রতিযোগিতায় রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা। রেজিস্ট্রেশেন চলাকালীন সময়ে ''What are you made of? শিরোনামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো শুরু করে বিএটিবি। প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার গতি ফেরানোর লক্ষ্যে রাজধানীর দশটি রেস্টুরেন্ট দশ দিনের জন্য পরিচালনার দায়িত্ব পায় প্রতিযোগিরা। এভাবে এই রেস্টুরেন্টগুলো সুকৌশলে বিএটিবির প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৬ এর সকল আয়োজন বন্ধ করার দাবিতে শুরু থেকেই সোচ্চার প্রজ্ঞার *টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি* টিম সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে বার বার এলার্ট দিয়েছে এবং গণমাধ্যমও এবিষয়ে বেশকিছু খবরাখবর প্রকাশ করেছে।

২৩ অক্টোবর বিএটিবি'র 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৬' গ্রান্ড ফিনালে বন্ধ করা হোক

বন্ধ করা যাচ্ছেনা ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর বেআইনি প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস'। ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০১৬' এর গ্রান্ড ফিনালে। মূলত প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই প্রতিবছর এই আয়োজন করতে পারছে বিএটিবি। ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন ও বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সারাদেশ থেকে ২০০জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে কোম্পানিটি। ব্রান্ড প্রমোশন, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতিপ্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই প্রতিবছর এই মৃত্যুবিপণন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১২ বছরে (২০০৪-২০১৫) বিএটিবি কর্মসংস্থানের নামে প্রায় ১৮ হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ১০০ জনকে চাকুরি দিয়েছে। অথচ এসংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা ও অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যয় করেছে কোটি কোটি টাকা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫(গ) ধারায় তামাক কোম্পানির এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি আইনের এই ধারা লংঘন করলে অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান বলবৎ আছে। এই অবৈধ প্রতিযোগিতা বন্ধে সরকারের আইনি পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর বেআইনি প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৬' বন্ধ করা হোক।

প্রজ্ঞা'র মাসিক ই-নিউজলেটারের মাধ্যমেও এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের খবরাখবর সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নামমাত্র কয়েকজনকে চাকুরি প্রদান বিএটিবি'র তামাক ব্যবসা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কৌশল। তামাকবিরোধীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৬' বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসন তৎপর হলে অবশ্যই এই অবৈধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্ভব হতো। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে বিএটিবি'র এসব অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ না করে বরং নানাভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি উৎপাদন খাতে সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছ কর্পোরেট কালচার প্রতিষ্ঠার জন্য আবারো বিএটিবি-কে সরকারিভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। যা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা তথা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার মহৎ উদ্যোগকে দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল বা এফসিটিসি'র আর্টিকেল ৫.৩ এর আলোকে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। তা না হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব হবেনা।

Tobacco Industry Watch BD www.tobaccoindustrywatchbd.org | Follow us :

http://www.tobaccoindustrywatchbd.org/newsletter/detail/62

২৩ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকার রেডিসন ব্লু হোটেলে বিএটিবি'র অবৈধ প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৬' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হকসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৬' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গণমাধ্যমে গণমাধ্যমে এ প্রতিযোগিতার খবরাখবর ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়।

ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৭

ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৭ আয়োজন শুরু করেছে বিএটিবি। ইতোমধ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রোডশো শেষ হয়েছে। পরবর্তী এক থেকে দুই মাস আরো কয়েকটি ধাপ শেষে অনুষ্ঠিত হবে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। নিজেদের ব্রান্ড ইমেজ প্রচারে ফেসবুকের জনপ্রিয়তাকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েছে বিএটিবি। ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৭ এর প্রচারণার অংশ হিসেবে ফেসবুকে লাইভ প্রোগামে উপস্থিত হয়েছেন বিএটিবি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। ৩০ মিনিটের এই প্রোগ্রামে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর নামে প্রচারণাই চলেছে বেশি।

বিস্তারিতঃ *https://www.facebook.com/BATCareers/videos/741686536030725/*

প্রজ্ঞার *টোব্যাকোইন্ডাস্ট্রিওয়াচবিডি* টিম তরুণদের সুরক্ষায় বিএটিবি'র অবৈধ প্রতিযোগিতা বন্ধের দাবি জানিয়ে একটি এলার্ট ইমেইল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেয়। পরবর্তীতে তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের এক সমন্বিত প্রয়াস এবং দাবির মুখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএটিবি আয়োজিত রোডশো বাতিল ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গণমাধ্যমেও এবিষয়ে বেশকিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়।

তামাকবিরোধীদের প্রতিবাদে রোডশো বন্ধ করল বুয়েট

কাগজ প্রতিবেদক : তামাকবিরোধীদের দাবির মুখে 'ব্যাটল অব মাইন্ড-২০১৭' এর ক্যাম্পাসভিত্তিক রোডশো অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট। রোডশো বন্ধে বুয়েট প্রাঙ্গণে গতকাল বুধবার প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে তামাকবিরোধী সংগঠন প্রত্যাশা, এইড ফাউন্ডেশন, একলাব, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস, বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট, তামাকবিরোধী নারী জোট-তাবিনাজ, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, টোব্যাকো কন্ট্রোল রিসার্চ সেল- টিসিআরসি এবং প্রজ্ঞা।

এর আগে, গত ৩ অক্টোবর প্রজ্ঞা টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াচবিডি টিম 'ব্যাটল অব মাইন্ড-২০১৭' আয়োজনের বিষয়টি উন্মোচন করে গণমাধ্যমসহ সব তামাকবিরোধী প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি সতর্কবার্তা প্রেরণ করে। কর্মসংস্থানের অজুহাতে প্রতিবছরের মতো গত ১০ অক্টোবর থেকে 'ব্যাটল অব মাইন্ড-২০১৭' আয়োজন শুরু করে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের প্রচারণামূলক রোডশো আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে বিএটিবি।

Protesters halt 'tobacco campaign' at Buet

STAFF CORRESPONDENT

Anti-tobacco campaigners yesterday succeeded in convincing the authorities of Bangladesh University of Engineering and Technology (Buet) to stop a tobacco company-sponsored talent hunt programme on its campus.

As the firm made preparations to organise a roadshow for the programme named "Battle of Minds 2017" on the campus, the campaigners held a rally there, demanding cancellation of such "illegal" campaign, said a press release of anti-tobacco organisations.

The organisations include Bangladesh Anti-Tobacco Alliance, Progotir Jonno Gyan (Progga), Dhaka Ahsania Mission and Tobacco Control and Research Cell.

A campaigner who took part in the protest said the Buet authorities told him in the afternoon that they would not allow the programme to be held on the campus.

The tobacco company has been organising the programme since 2004 to "entice youths to smoking" and "influence policymakers", anti-tobacco campaigners said.

On October 03, Tobacco Industry Watch Bangladesh of Progga in a message to anti-tobacco organisations and the media cautioned that a tobacco firm has been organising a programme (Battle of Minds) to promote tobacco products under the guise of providing employment opportunities -- an act that is prohibited by law, said an official at Progga.

According to section 5 (C) of Smoking and Tobacco Products Usage (control) Act, 2005 [Amended in 2013], sponsoring such competitions and distributing awards by using the name, sign, logo and trademark of a tobacco company is completely banned.

Violators of this law will face a monetary fine not exceeding Tk 1,00,000 or imprisonment not less than three months or both.

রোড শো বন্ধের দাবিতে বুয়েটে মানববন্ধন কর্মসূচি, ২৫ অক্টোবর ২০১৭

তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহের অব্যাহত প্রতিবাদের মধ্যেও এগিয়ে চলেছে বিএটিবি'র অবৈধ প্রতিযোগিতা 'ব্যাটল অব মাইন্ডস ২০১৭' এর আয়োজন। প্রতিযোগিতায় কৌশল হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের ভিডিও তৈরি করতে বলা হচ্ছে। সেইসব ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ ভিডিও শেয়ারিংয়ের জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলোতে। এভাবে তরুণদের ব্যবহার করে সুচতুরভাকে নিজেদের প্রচার-প্রচারণার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে বিএটিবি।

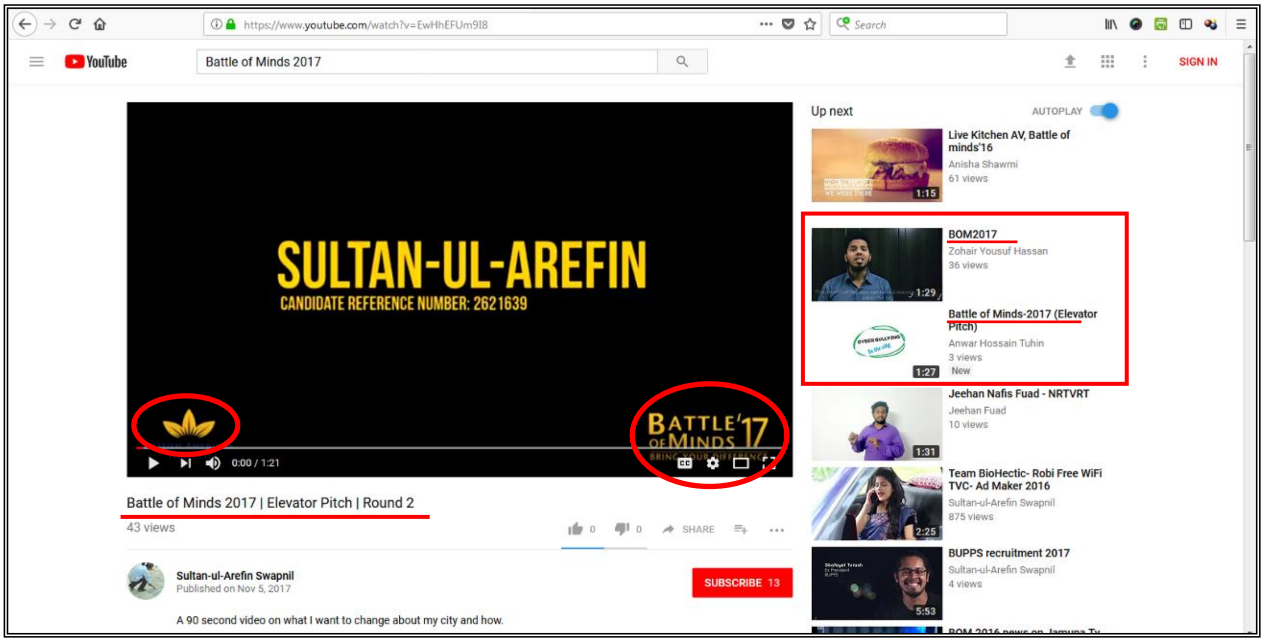

https://www.youtube.com/watch?v=EwHhEFUm9I8

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুবিপণনকারী প্রতিষ্ঠান বিএটিবি সুকৌশলে নিজেদের ব্রান্ড ইমেজ তুলে ধরতে এবং কর্মসংস্থানের অজুহাতে তরুণদের মাঝে একটি আকর্ষণীয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই অবৈধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের মেধাবী তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি।